ভবেশ কুণ্ডু প্রযোজিত

মা চণ্ডী ফিল্মসের দ্বিতীয় নিবেদন

গুরুদক্ষিণা

রঙীন

চিত্রনাট্য-সংলাপ ও পরিচালনা **অঞ্জন চৌধুরী**

সংগীত **বাপী লাহিড়ী**

বিশ্ব পরিবেশনা **তাপস পিকচার্স**

গুরুদক্ষিণা

মা তারার আশীর্ব্বাদে
ভবেশ কুণ্ডু প্রযোজিত
মা চণ্ডী ফিল্মসের দ্বিতীয় নিবেদন

গুরুদক্ষিণা

কাহিনী ও গীত রচনা—ভবেশ কুণ্ডু

অভিনয়ে—রঞ্জিত মল্লিক, তাপস পাল, কালী ব্যানার্জী, শতাব্দী রায়, শকুন্তলা বড়ুয়া, সৌমিত্র ব্যানার্জী, ঈশানী ব্যানার্জী, নিমু ভৌমিক, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ সেন, সৌরিন ব্যানার্জী, অজিত চৌধুরী, বরুণ চক্রবর্ত্তী, অর্পিতা চক্রবর্ত্তী, সলিল দত্ত, পূর্ণেন্দু মুখার্জী, বিমল কয়াল, বিশ্বনাথ দে, সমীর ঘোষ, জয়শ্রী মুখার্জী, মাঃ রিন্টু ও ভবেশ কুণ্ডু।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—৺বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন দে, ফলতা থানা ও, সি, ডায়মণ্ডহারবার ও, সি, নিমাই মৈলিক, বাবুল ভকত (বোলপুর), দিগন্ত নাট্য সংস্থা, জয়শ্রী চৌধুরী, প্রান্তিকা দে, মহঃ আমিন, বিষ্ণুপদ ব্যানার্জী, শ্যামপুর (ফলতা) গ্রামবাসিবৃন্দ।

সঙ্গীত গ্রহণে—সানি ষ্টুডিও (বোম্বে), মেহেবুব ষ্টুডিও (বোম্বে)

নেপথ্য কণ্ঠ—কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলে, মহঃ আজিজ, বাপী লাহিড়ী, ভূপেন্দ্র সিং চন্দ্রানী মুখার্জী, অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য। নৃত্য পরিকল্পনায়—বব দাস, রীণা চৌধুরী।

ফাইটার—খোকন সাহা, কুমারেশ দাস, রামছেত্রী, বিমল রায়।

কমলরায়ের তত্ত্বাবধানে—নিউ থিয়েটারস ১নং ষ্টুডিওতে অর্ন্তদৃশ্য গৃহীত।

আলো—বি, ডি, এন্টারপ্রাইস্। রসা ইলেকট্রিক ও মিলি ইলেকট্রিক।

তত্ত্বাবধানে—প্রতাপ দাস ও তারক পালিত।

আলো—দুখীরাম নস্কর, সতীশ হালদার, বেনীধর বিশাল, জহর দাশ, অনিল পাল, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, গোবিন্দ হালদার।

রূপ সজ্জা—গৌর দাস / সহকারী—অলক দাস সাজসজ্জা—শিবনাথ দাস

ব্যবস্থাপনায়—সুরেন দাস (সহকারী—কেষ্ট দে, সুবীর ঘোষ, গোপাল দাস।)

শিল্প নির্দ্দেশনায়—রবি দত্ত। সম্পাদনায়—সুভাষ মাইতি। চিত্র গ্রহণ—অরুণ রায়।

সংলাপ গ্রহণ—অনুপ মুখার্জী, জ্যোতি চ্যাটার্জী (এন, এফ, ডি, সি,)

শব্দ পূর্ণযোজনা—জীতেন ঘোষ (রাজকমল কলামন্দির) বম্বে।

স্থির চিত্রগ্রহণ—প্রভাকর প্রভু। প্রচার—নীতা সরকার

প্রচার অঙ্কন ও পরিচয় লিখন—নির্মল রায়

সহকারী পরিচালনায়—হরনাথ চক্রবর্ত্তী, সুভাষ সেন (শিক্ষানবীশ)

প্রবীন সহকারী—বাবলু সমাদ্দার

প্রোযজনা, সহযোগীতায়—প্রবীর রক্ষিত, জিতেন্দ্র নাথ বসু, শশাঙ্ক কুণ্ডু।

কর্মসচিব—রবীন মুখার্জী। শিল্প নির্দ্দেশক—কার্ত্তিক বসু। সম্পাদনায়—স্বপন গুহ।

চিত্র গ্রহণ—শক্তি ব্যানার্জী। সঙ্গীত পরিচালক—বাপী লাহিড়ী

বিশ্ব পরিবেশনায়—তাপস পিকচার্স।

চিত্রনাট্য ও সংলাপ পরিচালনায়—**অঞ্জন চৌধুরী**

কাহিনী

হরপ্রসাদ সঙ্গীত শিক্ষক। বিধবা পুত্রবধূ নীলিমা আর একমাত্র নাতনীকে নিয়ে তার সংসার। গান শিখিয়ে তার সংসার কোনক্রমে চলে। জয়ন্ত গাঁয়েরই ছেলে—হরপ্রসাদের বাড়ীতে জয়ন্তের মা কাজ করতেন। তিনি অসুস্থ। জয়ন্তই মাষ্টার মশায়ের কিছু কাজকর্ম করে দেয়। মাষ্টার মশায়ও জয়ন্তকে গান শিখিয়ে আনন্দ পান।

ঐ গ্রামেরই ধনী ব্যবসায়ী রুদ্রকান্তবাবু। পুত্র রজত বাবার বিপরীত চরিত্র পেয়েছে। কারখানার উন্নতির চাইতে শ্রমিকদের উন্নতিই তার কাম্য। রুদ্রবাবু ছেলের ওপর কোন ভরসা রাখেন না। তার বাল্যবন্ধুর ছেলে শেখরকে বিলেত থেকে লেখাপড়া শিখিয়ে এনেছেন—একমাত্র মেয়ে রূপার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন বলে। সে সঙ্গে তার ফ্যাক্টরীর দায় দায়িত্বও তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

শেখর রূপার মনোরঞ্জনের জন্য তার গান টিভি, রেডিওতে প্রচার করার জন্য বলে। সেই সূত্রে এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নীলিমা তার পুত্রের চিকিৎসার খরচ বাঁচিয়ে জয়ন্তকে প্রতিযোগিতায় পাঠায়। জয়ন্ত সেখানে প্রথম হয়।

শেখরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। রূপা জয়ন্তের গান শুনে মুগ্ধ হয়। এবং জয়ন্তকে হয়তো ভালবেসেও ফেলে।

এদিকে জয়ন্তর মা খুব অসুস্থ। জয়ন্তর ভীষণ চাকরীর দরকার। শেখর সুযোগ গ্রহণ করে। সে জয়ন্তকে চাকরী দেয়। উদ্দেশ্য বেয়ারার চাকরী দিয়ে জয়ন্তকে রূপার কাছে ছোট করা। তবু রূপা জয়ন্তকেই বেশী পছন্দ করে।

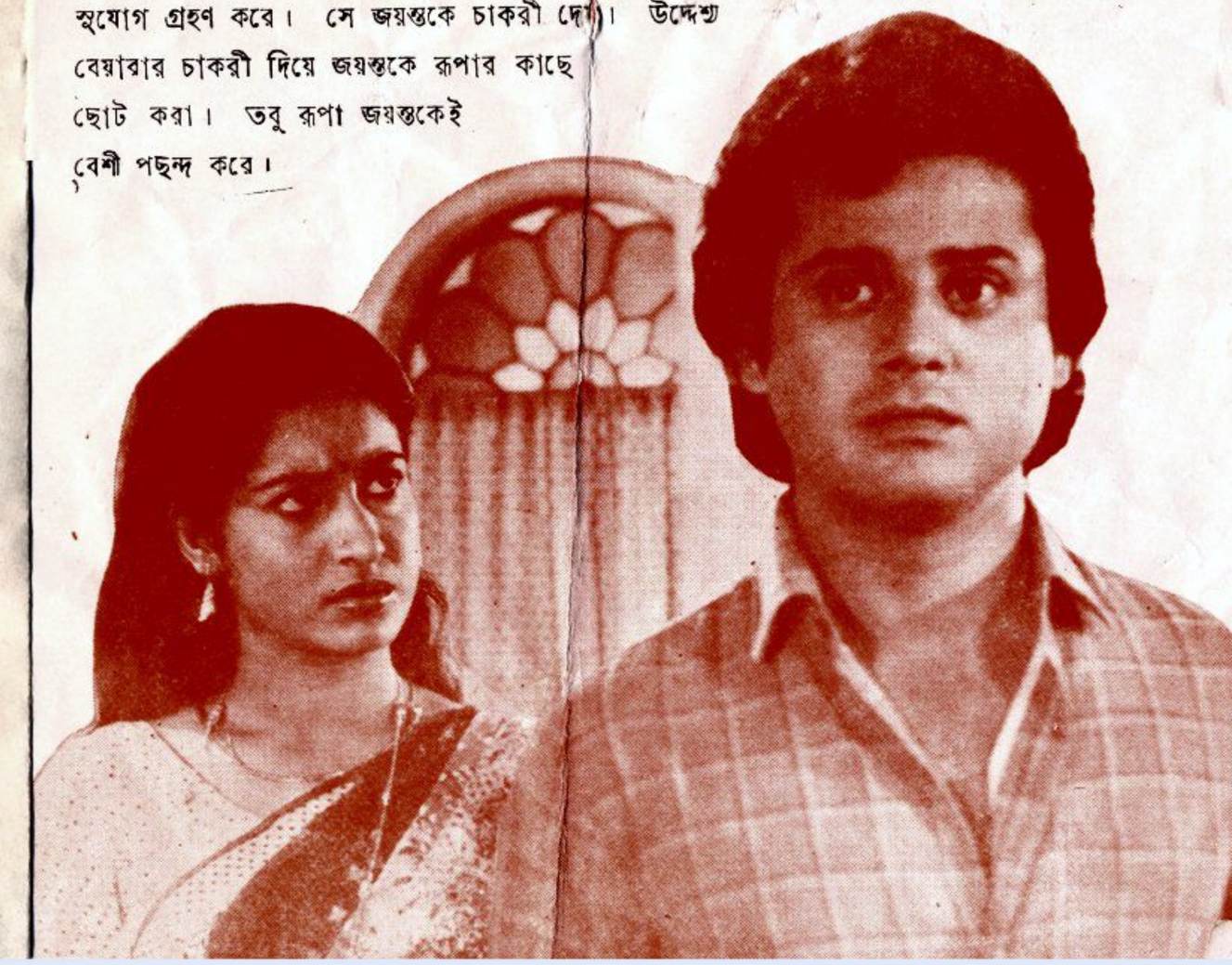

হরপ্রসাদের একমাত্র নাতী মৃত্যুশয্যায়। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। উপায়ান্তর না দেখে হরপ্রসাদ রুদ্রকান্তের কাছে যান। রুদ্রকান্ত সুযোগ গ্রহণ করে। টাকার বিনিময়ে সে চায় যে, জয়ন্ত চিরদিনের মত গান গাওয়া ছেড়ে দেবে। হরপ্রসাদ তাতে রাজী হন না বিবেকের কাছে হেরে যান—শেষে জয়ন্ত নিজেই তাকে উৎসর্গ করে তার নিজের কণ্ঠ। —গুরুদেবকে 'গুরু দক্ষিণা' দেয়। এ কথা কেউ কিন্তু জানলো না

কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে সবাই জয়ন্তকে ভুল বুঝতে শুরু করে।

যার সন্তানের জন্য সে এতবড় ত্যাগ স্বীকার করলো সেই নিলীমাই তাকে গান না গাওয়ার জন্য দেমাকী বলে অপমান করে। এর মধ্যে হরপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

যে রজত জয়ন্তের প্রতি স্নেহশীল সেও জয়ন্তকে ভুল বোঝে। গাইতে না চাওয়ার সে জয়ন্তকে নেমকহারাম বলে মারে তবু জয়ন্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। পরের অংশ রূপালী পর্দ্দায় দেখুন।

—::—

সংগীত

(১)

আজি এ প্রভাতে তোমারই চরণে
শোনাব প্রাণের গান
মধুময় হোক
পৃথিবীর আলো
পৃথিবীর যত প্রাণ॥
ভোরের আকাশে তোমার মহিমা
দিগন্তে দিয়েছো ছড়ায়ে,
তোমার বাতাস তোমারই পরশ
অঙ্গে ধরিব জড়ায়ে
হাজার প্রাণের সুরের মেলায়
তোমারই মধুর তান
মঙ্গল করো সুন্দর করো
পৃথিবীর ধূলিকনা,
তুমি এসো প্রতি ঘরে ঘরে
এঁকে রাখি আলপনা।
জীবনের মাঝে যেদিকে তাকাই
দু'হাত বাড়িয়ে যখন যা পাই,
কখনও যেন না ভুলি
তোমারই দয়ার দান

(২)

এ আমার গুরুদক্ষিণা
গুরুকে জানাই প্রণাম
যার শুভ কামনায় আমি
এ সুর পেলাম।
ফুলতো হাজার ফোটে
শাখায় শাখায়
সবাইতো দেবতার
পরশ না পায়
তোমার আশীষে ধন্য হলাম
তোমার আশীষে আমি ধন্য হলাম।
বিধাতা দিয়েছে স্বর
তুমি দিলে সুর
স্নেহভরা মমতায়
বাধা হলো দূর
সবাকার পদরেণু মাথায় নিলাম
সবাকার পদরেণু মাথায় নিলাম

(৩)

আকাশের চাঁদ মাটির বুকেতে
জোছনার রঙ ধরে
আমার জীবনে কেন বারে বারে
তোমাকে তোমাকে
তোমাকে মনে পড়ে

কালো মেঘে আজ আকাশ ছেয়েছে
চাঁদটা গিয়েছে ঢেকে
দেখা দাও তুমি হাসি মুখ নিয়ে
আঁধার কালিমা থেকে

রজনীগন্ধার মধুর সুবাসে
দাওনা এ মন ভরে

মোর জীবনের দুঃখের ভার
চাইনা তোমায় দিতে উপহার
তোমার সুরের সাগর কুলে
দু'হাতে দেব যে অঞ্জলি তুলে

তোমার স্মৃতিতে এ মন আমার
আছে যে ভরে

—:•:—

(৪)

পৃথিবী হারিয়ে গেল মরু সাহারায়
মিশরের নীল নদ আকাশে মিলায়
খুশীর প্রাসাদ গড়ি মাঝ দরিয়ায়
আকাশ রাঙাতে চাই প্রদীপ শিখায়

নিজে চাই হেসে খেলে জীবন মধুর
কেউ যদি হয় হোক বেদনা বিধুর
আমরা সবাই ভাবি নানা অছিলায়
সুখটাকে কেড়ে নেব বাঁকা ইশারায়

জীবনে চলার পথে যত করি ভুল
ভুলটাকে ভুল করে ভাবি রাঙা ফুল
আলোর পরশ খুঁজি মিছে আলেয়ায়
সূর্য লুকাতে চাই গাছেরই ছায়ায়

(৫)

তোমরা যতই আঘাত করো
নেইকো অপমান
শুধু আমায় দাওগো সুযোগ
শোনাতে এই গান

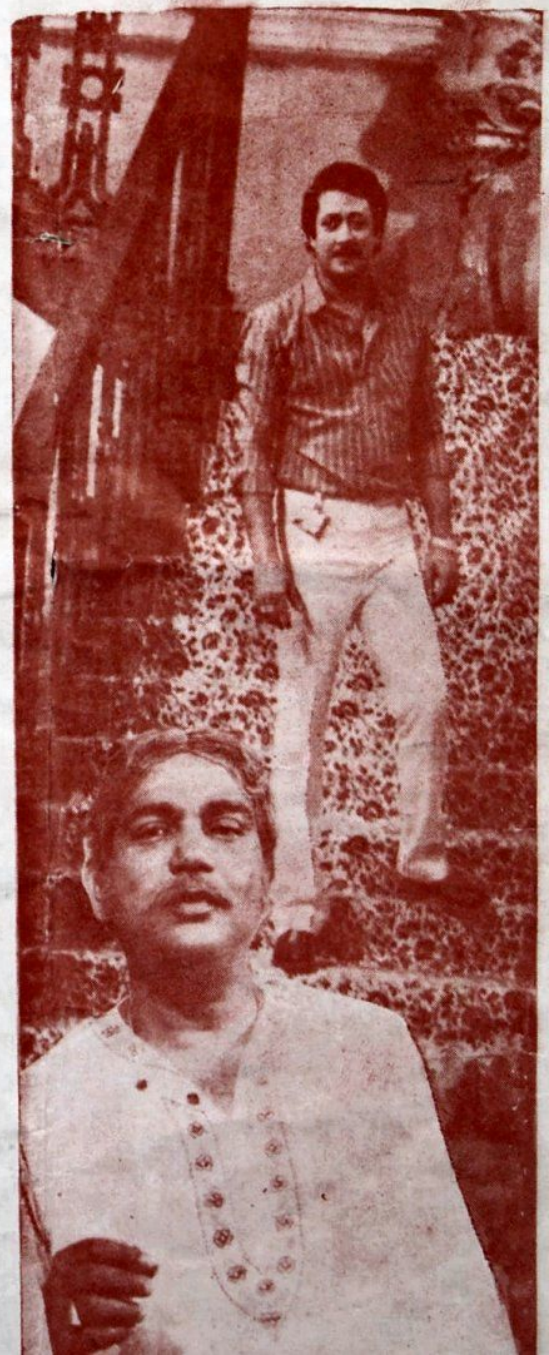

আমার গুরুর নামে আমি করছি শপথ ভাই
শুধু যে চাই গান শোনাতে আর কিছু না চাই
ব্যথার ডালি বক্ষে ধরি
গরল করি পান
তোমরা যতই
নাম না জানা অনেক ফুলই
পথের ধারে ফোটে
জীবনটা যায় ঝরে ঝরে
ফুলদানি না জোটে
দু'পায়েতে মাড়িয়ে গেলেও নেই যে অভিমান

———

(৬)

শোন শোন ওহে বাবাজীবন
কেউ না জানুক আমি জানি
তুমি নওতো গুণীজন
শোন শোন ওহে বাবাজীবন

আমার বাবা খুঁজে খুঁজে
তোমায় পেয়েছে
মুক্তমালা তোমায় দেবার
স্বপ্ন দেখেছে।

দুধ দিয়েছে কলা দিয়েছে
ছোবল
ছোবল ছোবল ছোবল দেবে কখন

সংলাপ—আরে আরে কোথায় যাচ্ছো

গানটা গাওয়ার এলেমটা নেই
শুধু যে ঠোঁট নেড়েছ
লোকগুলোকে বানিয়ে বোকা
হাততালিটা পেয়েছো

সংলাপ—কী বাবা তাই না!

পালাও কেন দাঁড়াও বাছা
এবার তোমার খুলব কাছা

সংলাপ—ও বাবা—এযে প্যান্ট পরে আছে

তুমি যে এক হাঁড়ি চাচা
সাঙ্গ হবে হাসা নাচা
মুশকিল হবে এবার বাঁচা
বুঝলে
বুঝলে বুঝলে বাছাধন

(৭)

ফুল কেন লাল হয়
সেকী জানা যায়
ভালবাসি এ কথা কী
মুখে বলা যায়

এমনি অনেক কথা থাকে অজানার
আমি তো ভাবিনি আগে
পাব যে তোমায়

উই-উই-উই-উই
উই-উই-উই
উই-উই .. ....

তোমার হৃদয়ে যদি
জাগে কোন সুর
আকাশের এই রঙ
লাগে গো মধুর
সেই সুরে সেই রঙে
আলোয় ছায়ায়
তুমি আমি মিলে মিশে
আছি দু-জনায়

চাইনা জীবনে কিছু
তোমাকে যে চাই
অজানা সাগর স্রোতে
চল ভেসে যাই
নতুন পৃথিবী গড়ি তারায় তারায়
দুটি প্রাণ মিলে যায় এক মোহনায়

——

(৮)

কোথা আছ গুরুদেব
আমি জানিনা
তোমার করুণা ছাড়া
কিছু চাইনা

তুমি কি শুনছো বসে
আমার এ গান

আমি যে চেয়েছি শুধু
তোমার সম্মান

তোমার দয়ার দান যেন ভুলি না
তোমার করুণা ছাড়া কিছু চাই না

আজ তুমি গুরুদেব
যেখানেই থাকো
তোমার চরণতলে ঠাঁই দিয়ে রাখো
নাওগো প্রণাম আমার গুরুদক্ষিণা
গুরুদক্ষিণা—
গুরুদক্ষিণা—
গুরুদক্ষিণা—

তাপস পিকচার্সের আগামী উপহার

প্রবীর কুমার রক্ষিত প্রযোজিত—

ভবেশ কুণ্ডু নিবেদিত—

ছোট বউ (রঙ্গীন)

কাহিনী, চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনা

অঞ্জন চৌধুরী

সংগীত—স্বপন চক্রবর্ত্তী

শ্রেঃ রঞ্জিত মল্লিক, কালী ব্যানার্জী, দীপ্তি রায়, সন্ধ্যা রায়, সংঘ মিত্রা, প্রসেনজিৎ প্রমুখ।

ভবেশ কুণ্ডু প্রযোজিত

মা চণ্ডী ফিল্মসের তৃতীয় নিবেদন—

মঙ্গলদীপ

কাহিনী, চিত্রনাট্য সংলাপ—

অঞ্জন চৌধুরী

পরিচালনা—

হরনাথ চক্রবর্ত্তী

সংগীত—স্বপন চক্রবর্ত্তী

শ্রেঃ রঞ্জিত মল্লিক, সন্ধ্যা রায়, তাপস পাল, অনুপ কুমার।

Printed by Asit Kumar Dey, 113/H/15, Bepin Behari Gangully Street
Calcutta-700 012. Phone : 27-4350